বাঙ্গালী এবং রবীন্দ্রনাথ

নন্দিনী হোসেন

৮ মে ২০০৬

রবীন্দ্রনাথ আজকের যুগে কতখানি প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তা যদি বোঝতে চাই,তাহলে এখানে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রসংগ তুলতেই হবে। প্রাসঙ্গিক হয়ত ততটা নয়,কিন্তু তাঁর প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না- তা তিনি যে পারের বাঙ্গালীই হোন না কেন। রবীন্দ্রনাথ নামটির সাথে প্রথম পরিচয় সেই ছড়া শিখার কাল থেকে । সহপাঠি, সমবয়সীদের কাছে নিজের ক্ষমতা জাহির করা হতো- কে কতটা ছড়া মুখস্থ বলতে পারে । 'আজ আমাদের ছুটি ' বলার সাথে মন নানা অজানা লোকে হারিয়ে যায় নি এমন বাঙ্গালী কিশোর কিশোরী কমই আছে। অথবা ছুটি গল্পে ফটিকের দুঃখে মন কাতর হয় নি এমন ই বা কজ'ন আছে। আরেকটু বড় হয়ে হাতে পেলাম, ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। সেই থেকে একটু একটু করে জানার শুরু। যদি ও রবীন্দ্রনাথ কে সম্পুর্ণ জেনে ফেলা এবং বোঝাটা আমার মতো গড়পরতা বাঙ্গালীর এক জীবনে প্রায় দুঃসাধ্য কাজ।

আমি বাংলাদেশে জন্মগ্রহকারী একজন বাঙ্গালী। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে আছি। এখন আমার তিন প্রজন্ম চলছে বিদেশের মাটিতে। আমার জন্ম এবং বেড়ে উঠা যদি ও বাংলাদেশে, কিন্তু আমার ছেলেমেয়ের জন্ম বৃটেনে। আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি তারা যেন বাংলাটা শিখে, খুব যে একটা সফল হয়েছি তা নয়। তবু ভাবতে ভালো লাগে,তারা বাঙ্গালী সমাজ সংস্কৃতি কিছুটা হলে ও জানে। বোঝে। জানার এবং বোঝার আগ্রহটা আছে। ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথ, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। যখন দেখি নানা ধরনের ইংলীশ গানের সাথে তাদের প্রিয় গান হিসেবে কালেকশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও স্থান করে নিয়েছে তখন বাঙ্গালী হিসেবে আমার ভালো লাগে বই কি। আমি গর্বিত বোধ করি । এও অবাক হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাদের আলোচনায় কোন ক্লান্তি নেই ! আমি অনুভব করি বাঙ্গালী হিসেবে আমার গর্ব টুকু যেন তাদের ও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। বাংলাদেশে যাবো। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। আমার ছেলে তখন প্রাইমারীতে ইয়ার ফোরে পড়ে। তাদের ক্লাস টিচার অষ্ট্রেলিয়ান মিজ থেনজা। তাকে বললেন, বাংলাদেশে বেড়াতো যাচ্ছো, একটা বিষয় নির্বাচন করে তুমি কিছু লিখে এনো। ব্যাস, আর যায় কোথায়, ছেলে তো উঠে পরে লাগলো কি বিষয় নিয়ে লিখা যায়। আমি ও পুরোদমে এই সুযোগটা নিলাম। তাকে বললাম তুমি রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে কিছু লিখো ! আমি তোমাকে তথ্য পেতে সাহায্য করবো। আমার উদ্দেশ্য বলতে গেলে পুরোপুরি সফল হয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম এই সুযোগে তাকে তথ্য জানানোর উছিলায় যত টা পারা যায় রবীন্দ্র বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে। আসলে আগ্রহী করতে চেয়েছিলাম *বাঙ্গালী* বিষয়ে, বাঙ্গালীর সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে । রবীন্দ্রনাথ কোন পারের বাঙ্গালী, কোথায়

জন্মেছিলেন তা নিয়ে ভাবি নি। ভাবার অবকাশ ছিল না । যাই হোক, দেশে তখন একুশে বই মেলা চলছিল। সেই মেলায় নিয়ে গিয়ে খুঁজে খুঁজে কিছু বই সংগ্রহ করে আনা হলো। তারপর খেটে খুটে রবীন্দ্রনাথের উপর একটা বেশ বড় আকারের লিখা জমা দিতে সক্ষম হয়েছিল । মোটামোটি একটা কোর্স ওয়ার্কের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল লিখাটা। যেটা লিখতে গিয়ে ছেলের বেড়ানো অনেকটাই মাটি করেছিলাম আমি। তারপর ও তার উৎসাহ টা ছিল দেখার মতো। যাই হোক। বৃটেনে ফিরে যতটা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সে স্কুলে গিয়েছিল,ফিরে আসার পর তাকে ততটাই ম্লান দেখাচ্ছিল। কারণ হিসেবে বেশ চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল। মিস বলেছেন লিখাটি তার খুব পছন্দ হয়ছে, কিন্তু ছেলে তাতে মোটেই খুশী নয় । কারণ মিস রবীন্দ্রনাথ কে, তা জানেন না ! এমন অভাবিত কথা সে মেনে নিতে পারছে না ! আমি অনেক বোঝালাম, যে এটা মোটেও কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মিস কে সব জানতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সেই ছেলেই কিছু দিন আগে হঠাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে মনতব্য করে, যে লোক রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে না, সে আসলে বাঙ্গালীই নয় !বাঙ্গালীর ফ্লেবার পেতে হলে নাকি রবীন্দ্রনাথের গান শুনা জরুরী ! আমি কিছুক্ষন অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। তার কথা যৌক্তিক কি অযৌক্তিক তা নিয়ে ভাবি নি,শুধু অদ্ভুত একটা অনুভুতি মনের ভিতর কাজ করে ছিল। যার ব্যখা আমি দিতে পারব না। দিতে পারব না হয়ত এই কারণে যে আমি নিজে ও কখন ও কখন ও এই কথাটি ভাবি ! আমার ছেলে খুব ভালো করেই অবগত আছে রবীন্দ্রনাথ আজকের বাংলাদেশে জন্মান নি। তাতে তার কাছে রবীন্দ্রনাথের উপর তার মতো খন্ডিত বাংগালীদের ও কিছু কম দাবি আছে সেটা সে মনে করে না। ভৌগলিক সীমারেখা বারে বারে বদলে যায়। এটা রাজনৈতিক বিষয়। কৃত্তিম ভাবে আরোপিত বিষয়। যদি ও এই সীমারেখার কারণেই মানুষের আচার- আচরণ, কৃষ্টি সভ্যতা, এমন কি একই ভাষাভাষি মানুষের মুখের ভাষা ও কিছুটা বদলে যায়। দুই বাংলার অনেক কিছুই আজ বদলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ভিবক্ত এই বাংলার রূপ দেখে যেতে পারেন নি। ভারতীয় বাঙ্গালীরা আজ তাঁকে যতই ভারতীয় বাঙ্গালী, অথবা শুধুই ভারতীয় বানাতে চান না কেন, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একটা বড় অংশ কেটেছে পুর্ব বাংলার পদ্মাপাড়ের বাঙ্গালীদের সাথে। মনি মুক্তার মতো তাঁর এক একটি ছোট গল্পের প্রায় ষাট সত্তর টার মতো তিনি লিখেছিলেন পুর্ব বাংলায় বসে। অজস্র গান তিনি রচনা করেছিলেন এই বাংলায় বসে। জীবনের একটা উল্লেখ যোগ্য সময় তাঁর কেটেছে আজকের বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহে।

রবীন্দ্রনাথ কোন দেশের কবি, কোথায় জন্মেছিলেম, তিনি আজকের বাংলাদেশের জন্য ‘আমার সোনার বাংলা’ গান লিখেছিলেন কি না, এসব কথা কখন ও মাথায় ঢুকে নি। তিনি পৃথিবীর বুকে বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছিলেন, তার রচনা ছিল বাংলায় এখান টাতেই আমার দাবি। আমি যে ভাষার গান শুনে আন্দোলিত হই, যে ভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনি,সে রকম করে ভিন ভাষী কেউ তা উপভোগ করতে পারে কি না আমি জানি না। আমি যখন শুনি তখন আমার যে বোধ, যে অনুভুতি জাগে তা আমি অন্য কিছুতে ঠিক এমন করে তো পাই না!

যখন কানে ভেসে আসে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ (বাস্তবের বাংলা লোহার, তামার যাই হোক !) তখন শত দারিদ্রতার তিলক পরানো, শোক-তাপে ভোগা এই শ্যামল দেশ টির জন্য বুকের কোথায় জানি চিন চিন করে উঠে। বিবিসির

সেরা গান জরিপে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, গানটি প্রিয় গানের তালিকায় এক নম্বর নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের ভোটে। হয়েছে প্রথম আলোর একটা জরিপে ও। কারণ হয়ত এই যে, বাউল সুর আশ্রিত এই কথা গুলো বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মনে - *এই গান* এবং *বাংলাদেশ* শব্দ দুটি অনেকটাই সমার্থক দ্যোতনা বহন করে আজ।

রবীন্দ্রনাথ কে কারো পছন্দ হোক বা না হোক,বাংলাদেশের কোন কোন গুষ্টি হয়ত বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ কে বিদেয় করতে পারলে বেঁচে যায়। তাদের ছলের কোন অভাব ও নেই। এদের মতলব না হয় বুঝি। দেশ কে ইসলামিকরণ করতে হলে রবীন্দ্রনাথ কে বিদায় দিতেই হবে,কিন্তু ওপাড় বাংলার কারো কারো মনোভাব ঠিক বুঝি না ! যার যেমনই গোপন অথবা প্রকাশ্য ইচ্ছা থাক, রবীন্দ্রনাথ কে বিভক্ত করা যাবে বলে মনে হয় না। বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উজ্জ্বল্য নিয়েই তাদের জীবনে কোন না কোন ভাবে উপস্থিত থাকবেন। বাঙ্গালী এক সুঁতোয় শুধু তাঁর জন্যই হয়তবা বাঁধা থাকবে । তাঁকে নিয়ে যতই দুই বাংলার বাঙ্গালীদের ভিতর প্রতিযোগীতা বা রেষাারেষি থাক, আজকের এই শত বিভক্তির মাঝে ও বাঙ্গালী কে এক বাঁধনে বাঁধতে এটুকুই বা কম কি - যাকে দু পক্ষই নিজেদের মনে করে !